গ) কোন ব্যক্তির জীবন নেওয়া তা যে কারণেই হোক না কেন, যে উদ্দেশ্যে হোক না কেন তা হত্যাই এবং হত্যা মাত্রেই অপরাধ ও অনৈতিক।

তাই ইউথ্যানসিয়া সমর্থনযোগ্য নয়।

মি কি ইউথ্যানসিয়া সমর্থন কর?

জীবন মানে সুখে শান্তিতে থাকা। কোন মানুষ যন্ত্রণাপূর্ণ জীবন কামনা করে না। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায় - এই তার স্বাভাবিক কামনা। তাই অনারোগ্য তীব্রতম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার সকল মানুষের স্বাভাবিক অধিকার।

তাই ইউথ্যানসিয়া সমর্থনযোগ্য।

ইউথ্যানসিয়ার সমর্থনে করুণার যুক্তিটি কি?

জে.পি.থিরো ইউথ্যানসিয়ার সমর্থনে করুণার যুক্তিটি এইভাবে উপস্থাপন করেছেন -

"মনুষ্যেতর প্রাণী অসহ্য রোগ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লে আমরা যেমন তার যন্ত্রণামুক্তির জন্য তাকে মেরে ফেলি, একই করুণার মনোভাব মানুষের ক্ষেত্রেও সঙ্গতভাবে দেখানো যেতে পারে, বিশেষত সেই সব মানুষের ক্ষেত্রে যারা অসহনীয় রোগ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মৃত্যু কামনা করে।"

ইউথ্যানসিয়ার সমর্থনে সুবর্ণনীতির যুক্তিটি কি?

"ইউথ্যানসিয়া ঘটানো যুক্তিযুক্ত হবে যদি আমার উপর তার প্রয়োগ হলে আমি তা গ্রহণ করতে পারি।"

পিটার সিঙ্গার কি ইউথ্যানসিয়া সমর্থন করেন?

হাঁ। পিটার সিঙ্গার ইউথ্যানসিয়া সমর্থন করেন।

) পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান কাকে বলে?

নীতিবিদ্যার যে শাখা মানুষ ও তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচন করে, অমানবিক সত্তার প্রতি আমাদের নৈতিক কর্তব্য কিরকম হওয়া উচিৎ - প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয় পরিবেশগত নীতিবিদ্যা।

3) মানবকেন্দ্রিক পরিবেশবাদ বলতে কি বোঝায়?

যে মতবাদ অনুসারে মানুষই স্বতমূল্যবান ও এই বিশ্বপরিবেশে কেন্দ্রীয়স্থানে অবস্থান করে অমানবিক প্রকৃতির অস্তিত্ব কেবল মানুষের কল্যাণের জন্য, তাই অ-মানবিক প্রাকৃতি পরিবেশের কোন স্বতমূল্য নেই, রয়েছে মানবিক কল্যাণের পরতমূল্য, সহায়ক মূল্য সে মতবাদকে বলা হয় মানবকেন্দ্রিক পরিবেশবাদ।

24) মানবকেন্দ্রিক পরিবেশবাদের সমর্থনে অ্যারিস্টটল কি যুক্তি দিয়েছেন?

অ্যারিস্টটল বলেছেন -

"উদ্ভিদের অস্তিত্ব প্রাণীর জন্য, পশুর অস্তিত্ব মানুষের জন্য, গৃহপালিত পশুর অস্তি মানুষর খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারের জন্য।"

সুতরাং মানবকেন্দ্রিক পরিবেশবাদ অনুসারে মানুষেরই স্বতমূল্য আছে, অ-মানু স্বতমূল্য নেই।

25) অ-মানব কেন্দ্রিক পরিবেশবাদ কাকে বলে?

যে মতবাদ অনুসারে মানুষ ও অ-মানুষ উভয়ই স্বতঃমূল্যবান। উভয়ই লক্ষ্য। কোনটিই উ নয়। উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাবোধ থাকে তেমনি অ-মানু প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিৎ - সেই মতবাদকে বলা হয় অ-মানবকেন্দ্রিক পরিবেশবাদ

Scanned with OKEN Scanner

এক্ষেত্রে কোন নৈতিক সমস্যা নেই।

সুতরাং ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা যৌনতা সম্পর্কীত নীতিতত্ত্ব নয়।

ইউথ্যানসিয়া' (Euthansia) - শব্দটির অর্থ কি?

গ্রীক শব্দ 'ইউথ্যানসিয়া' - শব্দটির অর্থ হল উত্তম মৃত্যু বা সুখকর মৃত্যু বা সুন্দর ও শান্ত

ইউথ্যানসিয়া' কাকে বলে?

অনারোগ্য ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর অনুরোধে ও ঐ রোগীর স্বার্থে, সকল থেকে মুক্তির স্বার্থে যে সুখকর মৃত্যু ঘটানো হয়, তাকে বলা হয় ইউথ্যানসিয়া বা কৃপা

সক্রিয় 'ইউথ্যানসিয়া' বলতে কি বোঝায়?

যখন কোন চিকিৎসক করুণাবশত জীবন নাশক ঔষধ প্রয়োগ করে কোন ইউথ্যানসি কামনাকারী রোগীর জীবনাবসান ঘটান তখন তাকে বলা হয় সক্রিয় ইউথ্যানসিয়া।

নিষ্ক্রিয় 'ইউথ্যানসিয়া' বলতে কি বোঝায়?

কোন চিকিৎসক যদি চিকিৎস্যা বন্ধ করে ইউথ্যানসিয়া কামনাকারী কোন রোগীর মৃত্যু ঘ তখন তাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় ইউথ্যানসিয়া।

পিটার সিঙ্গার ইউথ্যানসিয়াকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন ও কি কি?

পিটার সিঙ্গার ইউথ্যানসিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তাহল -

ক) ঐচ্ছিক ইউথ্যানসিয়া, খ) অনৈচ্ছিক ইউথ্যানসিয়া, গ) ইচ্ছা বিরুদ্ধ ইউথ্যানসিয়া

ঐচ্ছিক ইউথ্যানসিয়া কাকে বলে?

যে ইউথ্যানসিয়া রোগীর স্বার্থে, রোগীর ইচ্ছানুসারে করা হয় তাকেই বলা হয় ঐচ্ছিক ইউথ্যানসিয়া।

অনৈচ্ছিক ইউথ্যানসিয়া কাকে বলে?

ইচ্ছা বা মতামত দিতে অসমর্থ ব্যক্তির ইউথ্যানসিয়া ঘটানো হলে তাকে বলা হয় অনৈচ্ছিক ইউথ্যানসিয়া।

যেমন - কোমায় আছেন এমন অনারোগ্য ব্যক্তি।

বিকলাঙ্গ শিশুর ক্ষেত্রে - অনৈচ্ছিক ইউথ্যানসিয়া ঘটানো হয়।

ইচ্ছা বিরুদ্ধ ইউথ্যানসিয়া কাকে বলে?

রোগীর ইচ্ছা প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকলেও তার মতামত না গ্রহণ করে যদি ইউথ্যানসিয়া ঘটানো হয় তখন তাকে বলা হয় ইচ্ছা বিরুদ্ধ ইউথ্যানসিয়া।

ইউথ্যানসিয়ার সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি দাও।

ক) নিজের দেহ, জীবন ও মৃত্যুর উপর ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এক্ষেত্রে সে স্বাধীন। তাই তার স্বেচ্ছায় ইউথ্যানসিয়া ঘটানোর পূর্ণ অধিকার আছে।

খ) যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুপথযাত্রী কোন রোগীকে সত্তর মৃত্যু দেওয়ার অর্থ তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া, এক্ষেত্রে কোন অন্যায় নেই।

গ) জীবন্মৃত, জড়পিন্ডবৎ অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার, সম্মানের সঙ্গে মরার অধিকার অবশ্যই তার আছে।

তাই ইউথ্যানসিয়া সমর্থনযোগ্য।

ইউথ্যানসিয়ার বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তি দাও।

ক) মানুষ নিজেকে ভালোবাসে - একথার অর্থ সে মরতে চায় না। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুপুরীতে পাঠিয়ে দেওয়া যেমন অমানবিক তেমনি অনৈতিক।

খ) যে জীবন কেউ দান করতে পারে না সেই জীবন কেড়ে নেওয়ার কোন নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না।

Scanned with OKEN Scanner

ব্যবহারিক বা ফলিত নীতিবিদ্যা কাকে বলে?

পিটার সিঙ্গার ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন -

"জাতিগত, সংখ্যালঘু, নারীদের জন্য সাম্য, খাদ্য ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা - নিরীক্ষার জন্য প্রাণীর ব্যবহার, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, আত্মহত্যা, ইউথ্যানসিয়া, গর্ভপাত, দারিদ্র্য দূরীকরণে বিত্তবানদের দায়বদ্ধতা প্রভৃতি বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রয়োগ সংক্রান্ত শাস্ত্রকে বলা হয় ব্যবহারিক বা ফলিত নীতিবিজ্ঞান।

বিশুদ্ধ নীতিবিজ্ঞান কাকে বলে?

যে নীতিবিজ্ঞান অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে নৈতিক নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করে মানুষের কি করা উচিৎ বা উচিৎ নয় তা নির্দেশ করে সেই নীতিবিজ্ঞানকে বলা হয় বিশুদ্ধ নীতিবিজ্ঞান।

ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানের একটি নাম লেখ।

পিটার সিঙ্গার রচিত - ' Practical Ethics '।

ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানের প্রয়োজন কি?

জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ি। যেমন - মুমূর্ষ রোগীর সামনে তার আরোগ্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিকিৎসকের সত্যভাষণের ঔচিত্যের প্রশ্ন থেকে শুরু করে পরমাণু যুদ্ধের কিংবা গর্ভপাতের ঔচিত্যের প্রশ্ন পর্যন্ত - সন্দিগ্ধ কর্তব্য সম্পর্কে ব্যবহারিক নীতিদর্শনের কাছ থেকে সমাধানের পথ সন্ধান করি।

সুতরাং আমাদের জীবনের বাস্তব ও মূর্ত সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে নৈতিক যুক্তির প্রয়োগ কিভাবে করা যায় তা নির্দেশ করে ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান।

ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি?

আমাদের জীবনের বাস্তব ও মূর্ত সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে নৈতিক যুক্তির প্রয়োগ কিভাবে করা যায় তা ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

যেমন - জাতিবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, দারিদ্র্য, অসাম্য, দুর্ভিক্ষ, আত্মহত্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ, ন্যায় পরায়ণতা, মৃত্যুদন্ড, পরিবেশগত সংকট, যৌন নৈতিকতা, সমকামিতা, পেশাগত নৈতিকতা ইত্যাদি বাস্তব সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে নৈতিক যুক্তির প্রয়োগই ব্যবহারিক নীতি বিজ্ঞানের কাজ।

ধর্ম ছাড়া কি নীতিবিজ্ঞান হতে পারে?

পিটার সিঙ্গার মনে করেন ধর্মছাড়াও নীতিতত্ত্ব হতে পারে। কান্টও এই অভিমত পোষণ করেন। নীতিবুদ্ধি সমাজ জীবনের ফল। সমাজ কল্যাণকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি কখনো সুখী হতে পারে না। তাই নীতি ও ধর্ম এক নয়।।

ব্যবহারিক নীতিতত্ত্ব কি যৌনতা সম্পর্কীত নীতিবিজ্ঞান?

ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান এক গুচ্ছ নিষিদ্ধকরণ, বিশেষ করে যৌনতা সম্পর্কীত নিষিদ্ধকরণ নয়। প্রাক বিবাহ যৌন ক্রিয়া, যথেচ্ছ যৌন ক্রিয়া ক্ষুধানিবৃত্তির মতো স্বাভাবিক ব্যাপার।

Scanned with OKEN Scanner

গ) উচিং শোধবোধের নীতি অনুসারে অপরাধী যতটুকু ক্ষতির কারক হয়েছে ততটুকু ক্ষতি অপরাধীকে ফিরিয়ে দিলে তবেই ন্যায় বিচার হবে।

) **'চোখের বদলে চোখ', 'মৃত্যুর বদলে মৃত্যু' - এই নীতিটি কোন্ শাস্তিমূলক মতবাদের নীতি**

'চোখের বদলে চোখ', 'মৃত্যুর বদলে মৃত্যু' - এই নীতি হল প্রতিশোধাত্মক মতবাদের নীতি।

) **শাস্তি সম্বন্ধে প্রতিশোধাত্মক মতবাদ কি সন্তোষজনক?**

শাস্তি সম্বন্ধে প্রতিশোধাত্মক মতবাদের মূল নীতি হল - 'চোখের বদলে চোখ', 'মৃত্যুর বদলে মৃত্যু' - এই সমতা রক্ষার নীতি। কিন্তু এই নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই নীতি অনুযায়ী ধর্ষণ, অপহরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শাস্তি বিধান করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তাছাড়া অন্যায়ের প্রতিকার করতে আর একটি অন্যায় করা কোন দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়।

) **লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ কাকে বলে?**

যে মতবাদ অনুসারে অপরাধীর শারীরিক, মানসিক অবস্থা, বয়স, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে শাস্তি দেওয়া হয় সেই মতবাদকে বলা হয় শাস্তি সম্বন্ধে লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ।

) **শাস্তি সম্বন্ধে প্রতিরোধাত্মক মতবাদটি কি?**

যে মতবাদ অনুসারে অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হল ঐ অপরাধীকে ভবিষ্যতে ও অপর মানুষদের অনুরূপ অপরাধ থেকে বিরত করা সেই মতবাদকে বলা হয় শাস্তি সম্বন্ধে প্রতিরোধাত্মক মতবাদ।

) **প্রতিরোধাত্মক মতবাদের সমর্থকদের নাম লেখ।**

বেন্থাম হলেন প্রতিরোধাত্মক মতবাদের সমর্থক।

) **প্রতিরোধাত্মক মতবাদ কি শাস্তি সম্বন্ধে সন্তোষজনক মতবাদ?**

প্রতিরোধাত্মক মতবাদ বাস্তবে কোন শাস্তি এই মর্মে গ্যারান্টি দিতে পারে না যে শাস্তি ভোগী মাতালটি পুনরায় কোনদিন অপরাধ কর্মে লিপ্ত হবে না। বাস্তবে দেখা গেছে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সমাজে ফিরে এসে আবার অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। তাই এই মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

) **শাস্তি সম্বন্ধে সংশোধনাত্মক মতবাদটি কি?**

যে মতবাদ অনুসারে শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে অপরাধীর চরিত্রের সংশোধন করা হয় এবং এর মাধ্যমে অপরাধীকে অপরাধ থেকে বিরত করা হয় সেই মতবাদকে বলা হয় শাস্তি সম্বন্ধে সংশোধনাত্মক মতবাদ।

শাস্তি সম্বন্ধে সংশোধনাত্মক মতবাদের সমর্থকদের নাম কি?

প্লেটো ও হেগেল সংশোধনাত্মক মতবাদের সমর্থক।

প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুসারে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য কি?

প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুসারে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হল অপরাধ প্রতিকার করা।

শাস্তি সম্বন্ধে সংশোধনাত্মক মতবাদটি কি সমর্থনযোগ্য?

সংশোধনাত্মক মতবাদ মৃত্যুদন্ড সমর্থন করে না। ফলে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের হত্যাকারী জঙ্গিকে মৃত্যুদন্ড না দিলে সমাজকে রক্ষা করা যাবে না। তাই এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রতিরোধাত্মক মতবাদ অনুসারে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য কি?

প্রতিরোধাত্মক মতবাদ অনুসারে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হল অপরাধ প্রতিরোধ করা।

) **সংশোধনাত্মক মতবাদ অনুসারে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য কি?**

সংশোধনাত্মক মতবাদ অনুসারে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হল অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা।

Scanned with OKEN Scanner

) পূর্ণতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে?
হেগেল হলেন পূর্ণতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

) 'মানুষ হও' (Be a person) কথাটি কে বলেছেন? কথাটির অর্থ কি?
হেগেল বলেছেন - 'মানুষ হও'। একথার অর্থ হল নিজের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করো।

) 'মরে বাঁচো' (Die to live) কথাটি কে বলেছেন এবং কেন? 'মরে বাঁচো'- কথাটির অর্থ কি?
হেগেল বলেছেন - 'মরে বাঁচো'। একথার অর্থ ইন্দ্রিয়প্রধান আমিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে বুদ্ধি প্রধান আমিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করে পূর্ণতা লাভ করতে হবে।

) নৈতিক অনুশাসন (Moral Sanction) বলতে কি বোঝায়?
যে অনুশাসনের জন্য মানুষ সৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয় ও অসৎ কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত হয় তাকে বলা হয় নৈতিক অনুশাসন।

0) শাস্তি (Punishmet) কাকে বলে?
বিধিবন্ধ কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট আইন অনসারে কোন অপরাধীর কোন অপরাধের প্রতিবিধানের জন্য, অপরাধ প্রতিরোধের জন্য, অপরাধীর কল্যাণের জন্য, সমাজ কল্যাণের জন্য যে কষ্টভোগের বিধান দেয় তাকে বলা হয় শাস্তি।

71) শাস্তিদানের প্রয়োজন কি?
শাস্তি হচ্ছে অপরাধীর অর্জিত বিষয়। ব্যক্তি যা অর্জন করে ব্যক্তিকে তা ভোগ করতে দেওয়াই ন্যায় নীতি। তাই ন্যায়ের মূল্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্যই, সমাজ কল্যাণের জন্যই, অপরাধ প্রতিরোধের জন্যই, সর্বোপরি অপরাধীর কল্যাণের জন্যই শাস্তি দানের প্রয়োজন অতি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল দেশে চলে আসছে।

172) অপরাধী কাকে বলে?
যে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রের বা সমাজের আইন বা নিয়ম ভঙ্গ করে তাকে বলা হয় অপরাধী।

173) শাস্তি সম্পর্কে কয়টি মতবাদ আছে ও কি কি?
শাস্তি সম্পর্কে তিনটি মতবাদ আছে। তাহল –
ক) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ, খ) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ, গ) সংশোধনাত্মক মতবাদ।

174) শাস্তি সম্বন্ধে প্রতিশোধাত্মক মতবাদ কাকে বলে?
যে মতবাদ অনুসারে অপরাধীকে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে সম পরিমাণ ও সম মাত্রায় শাস্তি দেওয়া হয়, অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া হয়, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয় সেই মতবাদকে বলা হয় প্রতিশোধাত্মক মতবাদ।

175) প্রতিশোধাত্মক মতবাদের সমর্থকদের নাম লেখ।
ব্রাডলে, মিল হলেন প্রতিশোধাত্মক মতবাদের সমর্থক।

176) প্রতিশোধাত্মক মতবাদের সপক্ষে যুক্তি দাও। প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুসারে তিনটি নীতি অনুসারে শাস্তি দেওয়া হয় তা কি কি?
(ক) দায়িত্ব সংক্রান্ত নীতি।
(খ) সমতা রক্ষার নীতি।
(গ) উচিত শোধবোধের নীতি।
প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুসারে তিনটি নীতির মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়। তাহল –
ক) দায়িত্ব সংক্রান্ত নীতি অনুসারে কাউকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে কেবল যদি যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন অপরাধ ঘটিয়ে থাকে।
খ) সমতা রক্ষার নীতি অনুসারে প্রদেয় শাস্তি অবশ্যই সংঘটিত অপরাধের সমতুলা হবে।

Scanned with OKEN Scanner

...বৃত্তির সমপর্যায়। তাই মানুষের নৈতিক আদর্শ হতে পারে ন

উপযোগবাদ কাকে বলে?

সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ বা আনন্দ নৈতিক বিচারের একমাত্র মানদন্ড। বেশী সংখ্যা মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ বা উপযোগিতার মানদণ্ডে কোন বিশেষ কাজের ভালো-মন্দ বিচা করা হয় যে মতবাদ অনুসারে সেই মতবাদকে বলা হয় উপযোগবাদ।

উপযোগবাদের মূল নীতি বা সূত্রটি লেখ।

'Utilitarianism'-গ্রন্থে মিল উপযোগবাদের মূল সূত্র বা নীতিকে এইভাবে প্রকা করেছেন—

"কাজগুলি যে অনুপাতে আনন্দ সৃষ্টিতে সক্ষম সেই অনুপাতে সেইগুলি ভালো এবং যে অনুপাতে আনন্দের বিপরীতে (দুঃখ) উৎপন্ন করতে সক্ষম সেই অনুপাতে সেগুলি অনুচিত।

উপযোগবাদ কত প্রকার ও কি কি?

উপযোগবাদ দুই প্রকার। তাহল—

ক) কর্মফল ভিত্তিক উপযোগবাদ,

খ) কর্মনীতি ভিত্তিক উপযোগবাদ।

কর্মফলভিত্তিক উপযোগবাদ কাকে বলে?

যে মতবাদ অনুসারে—বিশেষ কোন কর্ম ভালো হবে যদি এবং কেবল যদি তার ফল বেশী সংখ্যক মানুষের সুখ উৎপাদনে সমর্থ হয়—সেই মতবাদকে বলা হয় কর্মফলভিত্তিক উপযোগবাদ।

কর্মনীতি নয়, কর্মফলই নৈতিক বিচারের একমাত্র বিষয়।

কর্মনীতিভিত্তিক উপযোগবাদ কাকে বলে?

যে মতবাদ অনুসারে—ইচ্ছাকৃত কাজটি যে নীতি অনুযায়ী করা হয় তা যদি বেশী সংখ্যক মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে তবে সেই কাজটি হবে ভালো - সেই মতবাদকে বলা হয় কর্মফলভিত্তিক উপযোগবাদ।

কর্মফলভিত্তিক উপযোগবাদের মূল সূত্রটি কি?

মিল কর্মফলভিত্তিক উপযোগবাদের মূল সূত্র বা নীতিকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

"কোন কাজকে ন্যায় বা ভালো বলা যাবে যদি এবং কেবল যদি প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি এমন হয় যে কর্তার পক্ষে সম্পাদনযোগ্য বিকল্প যে কোন কাজ যতটা ভালো ফলের সৃষ্টি করতে সক্ষম বিচার্য কাজটি অন্তত ততটাই ভালো ফলের জনক।"

কর্মফলভিত্তিক উপযোগবাদের সমর্থকদের নাম লেখ।

মিল ও বেন্থাম কর্মফলভিত্তিক উপযোগবাদের সমর্থক।

কর্মনীতিভিত্তিক উপযোগবাদের সমর্থকদের নাম লেখ।

ব্রানডট ও রলস হলেন কর্মনীতিভিত্তিক উপযোগবাদের সমর্থক।

কর্মফলভিত্তিক উপযোগবাদ ও কর্মনীতিভিত্তিক উপযোগবাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

ক) কর্মফল উপযোগবাদীরা কাজের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে কোন কর্ম সামান্য নিয়মের উপর নির্ভর করে না।

Scanned with OKEN Scanner

নৈতিক বিচার ও অন্যান্য বিচারের মধ্যে পার্থক্য কি?

ক) নৈতিক বিচার করা হয় নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে।

অপরপক্ষে, অন্যান্য বিচার (সৌন্দর্য বিচার, সাহিত্য বিচার।) অন্যান্য বিচারের মানদণ্ডের সাহায্যে করা হয়, অর্থাৎ মূল পার্থক্য মানদন্ডগত।

খ) নৈতিক বিচারের বিষয় হল মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া।

অপরপক্ষে, অন্যান্য বিচার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

সুতরাং নৈতিক বিচার ও অন্যান্য বিচারের বিষয় ভিন্ন।

নৈতিক অবধারণের প্রকৃতি কি?

রামের পরীক্ষায় নকল করা মন্দ কাজ।

এই নৈতিক অবধারণটি বর্ণনামূলক নয়। নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করে রা ঐচ্ছিক কাজটির মূল্যায়ণ করা হয়েছে।

তাই নৈতিক অবধারণ মূল্য নিরুপক বচন।

) নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পার্থক্য কি?

ক) নীতিবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

অপরপক্ষে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

খ) নীতিবিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করে ও মূল্যায়ণ করে।

অপরপক্ষে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করে কিন্তু মূল্যায়ণ করে না।

7) যথোচিত ও অনুচিত আচরণ বলতে কি বোঝায়?

যে আচরণ বা কাজ নৈতিক আদর্শ অনুসারে করা হয় সেই আচরণকে বলা হয় যথো আচরণ।

অপরপক্ষে, যে আচরণ বা কাজ নৈতিক আদর্শ অনুসারে করা হয় না সেই আচরণকে হয় অনুচিৎ আচরণ।

8) নীতিবিজ্ঞানে ভালো বা মন্দ বলতে কি বোঝায়?

কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অভিপ্রায় যদি ভালো হয় তবে নীতিবিজ্ঞানে সেই কাজকে ভালো হয়। আবার অভিপ্রায় যদি মন্দ হয় তবে নীতিবিজ্ঞানে সেই কাজকে মন্দ বলা হয়।

9) নীতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য কি?

নীতিবিজ্ঞান নৈতিক আদর্শ নির্ণয় করে মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতির পথ আলো করে মানুষকে পরম কল্যাণ লাভে সাহায্য করাই হল নীতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

50) ঐচ্ছিক ক্রিয়া কাকে বলে?

মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে যে কাজ করে অর্থাৎ উদ্দেশ্য, উপায় ও কাম্য ফল বিবেচনা করে যে ক করে তাকে বলা হয় ঐচ্ছিক ক্রিয়া।

51) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কয়টি স্তর ও কি কি?

ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়। তাহল –

1) মানসিক স্তর, 2) দৈহিক স্তর, 3) ফলাফল বা পরিণামের স্তর।

52) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কোন্ স্তর - মানসিক স্তর, দৈহিক স্তর, ফলাফলের স্তর - নৈতিক বিচারে বিষয়?

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরই নৈতিক বিচারের বিষয়।

53) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরের বিভিন্ন পর্যায়গুলির নাম লেখ।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরের পর্যায়গুলি হল →

1) অভাববোধ, 2) অভাববোধ জনিত অস্বস্তি, 3) যে বিষয়ের অভাব তার ধারণা,

Scanned with OKEN Scanner

ক) নৈতিক বিচার করা হয় নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে।
অপরপক্ষে, অন্যান্য বিচার (সৌন্দর্য বিচার, সাহিত্য বিচার।) অন্যান্য বিচারের
সাহায্যে করা হয়, অর্থাৎ মূল পার্থক্য মানদন্ডগত।
খ) নৈতিক বিচারের বিষয় হল মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া।
অপরপক্ষে, অন্যান্য বিচার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।
সুতরাং নৈতিক বিচার ও অন্যান্য বিচারের বিষয় ভিন্ন।

) নৈতিক অবধারণের প্রকৃতি কি?

রামের পরীক্ষায় নকল করা মন্দ কাজ।
এই নৈতিক অবধারণটি বর্ণনামূলক নয়। নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করে
ঐচ্ছিক কাজটির মূল্যায়ণ করা হয়েছে।
তাই নৈতিক অবধারণ মূল্য নিরূপক বচন।

) নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পার্থক্য কি?

ক) নীতিবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।
অপরপক্ষে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।
খ) নীতিবিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করে ও মূল্যায়ণ করে।
অপরপক্ষে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করে কিন্তু মূল্যায়ণ করে

) যথোচিত ও অনুচিত আচরণ বলতে কি বোঝায়?

যে আচরণ বা কাজ নৈতিক আদর্শ অনুসারে করা হয় সেই আচরণকে বলা হয় যথো
আচরণ।

অপরপক্ষে, যে আচরণ বা কাজ নৈতিক আদর্শ অনুসারে করা হয় না সেই আচরণকে
হয় অনুচিৎ আচরণ।

) নীতিবিজ্ঞানে ভালো বা মন্দ বলতে কি বোঝায়?

কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অভিপ্রায় যদি ভালো হয় তবে নীতিবিজ্ঞানে সেই কাজকে ভালো ব
হয়। আবার অভিপ্রায় যদি মন্দ হয় তবে নীতিবিজ্ঞানে সেই কাজকে মন্দ বলা হয়।

) নীতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য কি?

নীতিবিজ্ঞান নৈতিক আদর্শ নির্ণয় করে মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতির পথ আলোকি
করে মানুষকে পরম কল্যাণ লাভে সাহায্য করাই হল নীতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া কাকে বলে?

মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে যে কাজ করে অর্থাৎ উদ্দেশ্য, উপায় ও কাম্য ফল বিবেচনা করে যে কা
করে তাকে বলা হয় ঐচ্ছিক ক্রিয়া।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কয়টি স্তর ও কি কি?

ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়। তাহল –
1) মানসিক স্তর, 2) দৈহিক স্তর, 3) ফলাফল বা পরিণামের স্তর।

**ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কোন্ স্তর - মানসিক স্তর, দৈহিক স্তর, ফলাফলের স্তর - নৈতিক বিচারে
বিষয়?**

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরই নৈতিক বিচারের বিষয়।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরের বিভিন্ন পর্যায়গুলির নাম লেখ।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরের পর্যায়গুলি হল →
1) অভাববোধ, 2) অভাববোধ জনিত অস্বস্তি, 3) যে বিষয়ের অভাব তার ধারণা,

Scanned with OKEN Scanner

নৈতিক (moral) ও নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া (non-moral Action)-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

ক) যে কাজের নৈতিক ভালো-মন্দ বিচার করা যায়, তাকে বলা হয় নৈতিক ক্রিয়া।
অপরপক্ষে, যে কাজের নৈতিক ভালোমন্দ বিচার করা যায় না, তাকে বলা হয় নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া।

খ) নৈতিক ক্রিয়া মাত্রেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া।
অপরপক্ষে, নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া মাত্রেই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া।

গ) নৈতিক ক্রিয়া ভালো বা মন্দ হতে পারে।
অপরপক্ষে, নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া ভালো-মন্দ বিচার নিরপেক্ষ।

নীতিবিজ্ঞান কোন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে?

নীতিবিজ্ঞান নৈতিক আদর্শ বা পরম কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করে।

ইচ্ছার স্বাধীনতা নৈতিক বিচারের জন্য অপরিহার্য কেন?

নৈতিক বিচারের বিষয় হল ঐচ্ছিক ক্রিয়া। ইচ্ছার স্বাধীনতা ছাড়া ঐচ্ছিক ক্রিয়া হয় না। ত ইচ্ছার স্বাধীনতা নৈতিক বিচারের জন্য অপরিহার্য।

নীতিবিদ্যার প্রয়োজন সম্পর্কে অধ্যাপক লিলির অভিমত কি?

নীতিবিদ্যা বিশেষ পরিস্থিতিতে পথ নির্দেশ করার জন্য মূল্যবান নয় বরং দৃষ্টিভঙ্গির ব্য বিস্তৃতি সাধনে ও সাধারণভাবে নৈতিক বিষয়াবলীর আলোচনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের আন্তরিক ও নিষ্ঠা দেখানোর জন্যই নীতিবিদ্যার প্রয়োজন।

) **অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া কি নৈতিক বিচারের বিষয় বলে গণ্য?**

অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া নৈতিক বিচারের বিষয়। কেননা অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়ার শুরুতে ঐচ্ছিক ক্রি ছিল। আবার দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ত অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়া। তাই নৈতিক বিচারের বিষয়।

) **নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি নৈতিক (moral) অথবা নীতিবহির্ভূত (non-moral) নির্দেশ ক**

ক) কতগুলি শিশু কোন ব্যক্তিকে ঢিল ছুঁড়তে দেখে অপর একটি শিশু সেই ব্যক্তিকে ঢিল ছুঁড় শুরু করল।

খ) আকস্মিকভাবে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ঘড়িটি হাত থেকে নিয়ে দেখতে গি মাটিতে ফেলে ভেঙে দেওয়া।

গ) একজন পাগল কোন ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন ধরালো।

ঘ) ভৃত্যটি তার প্রভুর দ্বারা বাধ্য হয়ে অপর ব্যক্তির মুরগী চুরি করল।

ক) নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া। শিশুর ক্রিয়া, অনুকরণশীল ক্রিয়া।
তাই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। ফলে নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া।

খ) নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া। কেননা আকস্মিক ক্রিয়া অনৈচ্ছিক বলে নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া।

গ) নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া। কেননা পাগল ব্যক্তির ক্রিয়া অনৈচ্ছিক। তাই নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া।

ঘ) নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া। কেননা বাধ্যতামূলক ক্রিয়া অনৈচ্ছিক। তাই নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া।

2) নৈতিক বিচার কাকে বলে?

নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে সুস্থ, স্বাভাবিক, পরিণতবয়স্ক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐচ্ছি ক্রিয়ার ভালো-মন্দ বিচার করা হয় সেই বিচারকে বলা হয় নৈতিক বিচার।

3) নৈতিক বিচারের কর্তা কি?

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কর্তা নিজেই নিজের নৈতিক বিচারের কর্তা।

4) নৈতিক বিচারের বিষয় কি?

সুস্থ, স্বাভাবিক, পরিণতবয়স্ক, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নৈতিক বিচারে বিষয়।

Scanned with OKEN Scanner

নির্ধারণ করে, নৈতিক বিচারের স্বরূপ নির্ধারণ করে। নীতিবিজ্ঞান তার স্বীকার্য সত্যগুলির স্বরূপ নির্ধারণ করে, নৈতিক প্রত্যয় - ভালো, মন্দ, উচিৎ, অনুচিৎ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলির অর্থ সুস্পষ্ট করে। বর্তমানে নীতিবিজ্ঞান নানাপ্রকার সামাজিক সমস্যা - যেমন লিঙ্গবৈষম্য, ইউথানসিয়া আত্মহত্যা উচিৎ কিনা, নারীবাদ, পরিবেশ নৈতিকতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

স্বীকার্য সত্য বা পূর্বস্বীকৃতি কাকে বলে?

প্রত্যেক বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য বিনা প্রমাণে কতগুলি বিষয় স্বীকার করে নেয়। এই বিষয়গুলিকে বলা হয় স্বীকার্য সত্য। এই স্বীকার্য সত্যগুলিকে স্বীকার না করলে সেই বিষয় আলোচনা সম্ভব নয়।

যেমন - গণিতের স্বীকার্য সত্য সংখ্যা।

পদার্থ বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য পদার্থ ইত্যাদি।

) **নীতিবিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্যগুলি কি?**

পাশ্চাত্য নীতিবিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্যগুলি হল →

1) ব্যক্তিত্ব,
2) বিচারবোধ,
3) ইচ্ছার স্বাধীনতা,
4) আত্মার অমরত্ব,
5) ঈশ্বর।

) **নীতিবিজ্ঞানে 'আচরণ' - শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়?**

নীতিবিজ্ঞানে 'আচরণ' - শব্দটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়।

) **নির্বন্ধবাদ কাকে বলে?**

যে মতবাদ অনুসারে আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই, জাগতিক ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন কার্যকারণ নিয়ম কার্যকর তেমনি মানুষের কার্যের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর, সেই মতবাদকে বলা হয় নির্বন্ধবাদ।

) **অনির্বন্ধবাদ কাকে বলে?**

যে মতবাদ অনুসারে আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, কোন প্রকার বাইরের শক্তির দ্বারা আমাদের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় না, সেই মতবাদকে বলা হয় অনির্বন্ধবাদ।

) **সনির্বন্ধবাদ কাকে বলে?**

যে মতবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয়, আবার পরাধীনও নয়। মানুষের ইচ্ছা স্ব পরিচালিত। মানুষ নিজেই নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বাইরের কোন শক্তির দ্বারা ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় না, সেই মতবাদকে বলা হয় সনির্বন্ধবাদ।

) **নৈতিক ক্রিয়া কাকে বলে? (What is moral Action?)**

মানুষের যে ক্রিয়ার নৈতিক বিচার করা যায়, যে ক্রিয়াকে নৈতিক ভালো বা মন্দ বলা যায়, যে ক্রিয়ার নৈতিক দায়দায়িত্ব কর্মকর্তা নিতে বাধ্য সেই ক্রিয়াকে বলা হয় নৈতিক ক্রিয়া।

) **'নৈতিক' শব্দটির সংকীর্ণ অর্থ কি?**

নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করে যে কাজকে কেবল ভালো বা উচিৎ বলা হয় সেই কাজকে বলা হয় সংকীর্ণ অর্থে নৈতিক কাজ।

∴ সংকীর্ণ অর্থে নৈতিক কাজ = নৈতিক ভালো কাজ।

) **'নৈতিক' শব্দটির ব্যাপক অর্থ কি?**

যে কাজের নৈতিক বিচার করা যায় বা যে কাজকে নৈতিক ভালো বা মন্দ বলা যায় সেই

Scanned with OKEN Scanner

'Ethics' – শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ কর।

'Ethics' – শব্দটি গ্রীক 'Ethos' – শব্দ থেকে এসেছে।

'Ethos' – শব্দের অর্থ আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, চরিত্র ইত্যাদি।

সুতরাং 'Ethics' শব্দটির ব্যুপত্তিগত অর্থ হল- আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, চরিত্র সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হল নীতিবিজ্ঞান।

নীতিবিজ্ঞান কাকে বলে?

অধ্যাপক লিলি নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন –

"নীতিবিজ্ঞান হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় এমন এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যেখানে মানুষের আচরণ উচিৎ কি অনুচিৎ, ভালো কি মন্দ বা অনুরূপ বিচার করা হয়।"

নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতি কি?

নীতিবিজ্ঞান সমাজে বসবাসকারী মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে ভাল-মন্দ, উচিৎ, অনুচিৎ মূল্যায়ন করে। তাই নীতিবিজ্ঞান এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। নীতিবিজ্ঞান তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় নিয়ে আলোচনা করে।

নীতি বিজ্ঞান কোন্ ধরণের বিজ্ঞান - বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান, না আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান?

নীতিবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান কাকে বলে?

যে বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করে তথ্য জ্ঞান দান করে, কোন মূল্যায়ন করে না সেই বিজ্ঞানকে বলা হয় বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

যেমন - পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি।

) আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কাকে বলে?

যে বিজ্ঞান কোন আদর্শের মাপকাঠিতে তার বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করে তাকে বলা হয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

যেমন - নীতিবিজ্ঞান, সৌন্দর্যবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান।

) নীতিবিজ্ঞানকে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয় কেন?

যে বিজ্ঞান কোন আদর্শের মাপকাঠিতে তার বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করে তাকে বলা হয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

নীতিবিজ্ঞান কল্যাণের আদর্শকে জানতে চায়, তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়, তার আলোকে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ভালো-মন্দ বিচার করতে চায়।

তাই নীতিবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়।

) নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি?

নীতিবিজ্ঞান মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ভালো-মন্দ বিচার করে তার জন্য নৈতিক আদর্শের স্বরূপ

Scanned with OKEN Scanner